দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUN 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

# জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাথমিক খসড়া শিগগিরই

- তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক
- ঝরে পড়া রোধে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক স্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং দেশে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার স্বতন্ত্রতা বজায় থাকবে-এমন সুপারিশ আসছে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাথমিক খসড়ায়। আগামী ১০ জুলাই প্রাথমিক খসড়া প্রকাশ করা হবে। এ খসড়া নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের মতামত গ্রহণ করে তা চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

অতীতের সকল শিক্ষানীতিতেই প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনটিই বাস্তবায়ন হয়নি। এবারের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হবে এমনটি জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর যুগোপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে গত ৬ এপ্রিল। পরে দুইজন সদস্য কো-অপ্ট করা হয়। সুপারিশ প্রণয়নে কমিটিকে তিন মাসের সময় দেয়া হয়।

সূত্র জানায়, নতুন এ শিক্ষানীতিতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ থাকছে। তবে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়তে কোন আপত্তি নেই নীতিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ কারণে ষষ্ঠ (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## জাতীয় শিক্ষানীতির

(প্রথম পৃঃ পর)

থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ থাকবে। অষ্টম শ্রেণীর পর কেউ লেখাপড়ায় আগ্রহী না হলেও যেন কর্মে সক্ষম হয়, সে কারণেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা এবং ইংরেজি মাধ্যমে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি/ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিজ্ঞান-এ পাঁচটি বিষয় বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। এর বাইরে প্রতিষ্ঠান বিষয় নির্ধারণ করতে পারবে।

কমিটির এক সদস্য জানান, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভারতের বই পড়ানো হয়, সেখানে থাকে ভারতের ইতিহাস। এ মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস পড়তে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষানীতিতে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়েছে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যেসব বই নির্ধারণ করে দেবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেসব বই পড়তে হবে।

এছাড়া প্রাথমিক স্তরে ঝরেপড়া রোধে খসড়া শিক্ষানীতিতে তিনটি সুপারিশ থাকবে। এগুলো হলো, গ্রাম-গঞ্জের স্কুলে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা, স্কুল-প্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ওপর জোর দেয়া। তবে কোন স্তর থেকে তথ্য প্রযুক্তি শুরু হবে তা এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ করে গবেষণা ভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়ার সুপারিশ থাকবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও বিশেষ সুপারিশ থাকছে শিক্ষা নীতিতে।

কমিটির এক সদস্য ইত্তেফাককে জানান, প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক স্তর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কার্যকর করা সময় সাপেক্ষ। এ কারণে এর বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে করার সুপারিশ থাকবে। খসড়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কৌশল এবং অর্থায়নের ব্যাপারে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা থাকবে।

কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মানুষের নৈতিকতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করা হবে। তবে কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে আলোচনার সুযোগ হবে না।